

উদ্ভোধন গ্রন্থাবলী



ঈশদূত যাঃও খ্রীঃ

2nd Floor  
Room No-5  
Bengali

স্বামী বিবেকানন্দ



# ଦେଶାନ୍ତର ଯୌତୁକୀୟ

ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ



ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ

ସର୍ବସ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ଦ୍ଵୟ ଆନା

প্রকাশক—বাবী আশ্ববোধন  
উদ্বোধন কার্যালয়  
১নং উদ্বোধন মেন, কলিকাতা।

COPYRIGHTED BY THE  
PRESIDENT RAMAKRISHNA MATH  
*Belur Math, Howrah.*

১৩৫৪

প্রিন্টার—শ্রীমদেবেন্দ্রনাথ দীল  
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস  
২৭বি, ব্রে-স্ট্রিট, কলিকাতা।

## ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

( ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত লস এঞ্জেলিসে প্রদত্ত বক্তৃতা )

সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল, আবার উহা পড়িয়া গেল। আবার আবার এক তরঙ্গ উঠিল—তরঙ্গ উহা পূর্বাপেক্ষা প্রবলতর—আবার উহার পতন হইল—আবার এইরূপে উঠিল। এইরূপে তরঙ্গের পর তরঙ্গ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সংসারের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেও আমরা এইরূপ উত্থান পতন দেখিয়া থাকি, আর সাধারণতঃ আমরা উত্থানটার দিকেই দৃষ্টি করি—পতনটাব দিকে সচরাচর আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু সংসারে এই উভয়েবট সার্থকতা আছে—উভয়ের কোনটিবই মূল্য কম নহে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বীতিই এই। কি চিন্তাজগতে, কি আমাদের পারিবারিক জগতে, কি সমাজে, কি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে—সর্বত্রই এই ক্রমগতি—সর্বত্রই উত্থানপতন চলিয়াছে। এই কারণে ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে উচ্চতম ব্যাপারগুলি—উদার আদর্শসমূহ সময়ে সময়ে সমাজের মধ্যে প্রবল তরঙ্গাকার ধারণ করিয়া উদ্ভিত হয় ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আবার উহা ডুবিয়া যায়, লোকচক্ষুর সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হয়—যেন ঐ অতীত অবস্থার ভাবগুলিকে পবিপাক করিবার জন্ত, উহাদিগকে রোমন্বন করিবার জন্ত উহা কিছুকালের মত অদৃশ্য হয়, যেন ঐ ভাবগুলিকে সমগ্র সমাজে ধাপ খাওয়াইবার জন্ত, উহাদিগকে সমাজের ভিতর ধরিয়া রাখিবার জন্ত, পুনরায় উঠিবার—

## ঈশদূত বীণাশ্রী

পূর্বাপেক্ষা প্রবলতর বেগে উঠিবার নিমিত্ত বলসঞ্চয়ের জন্য কিছুকাল উহা বিনুশুপ্রায় বোধ হয়।

বিভিন্ন জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলেও চিরকালই এইরূপ উত্থানপতনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যে মহাআর—যে ঈশ্বরাদেশ-বাহকের জীবনচরিত আমরা অল্প অপরাহ্নে আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনিও স্বজাতির ইতিহাসের এমন এক যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যাহাকে আমরা নিশ্চিতই মহাপতনের যুগ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি। তাঁহার উপদেশ ও কার্যকলাপেব যে বিক্ষিপ্ত সামান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা হইতে আমরা স্থানে স্থানে ইহার অল্পমাত্র আভাস প্রাপ্ত হই। বিক্ষিপ্ত সামান্য বিবরণ বলিলাম—কারণ, তাঁহার সম্বন্ধে কথিত এই বাক্য সম্পূর্ণ সত্য যে, তাঁহার সমুদয় উক্তি ও কার্যকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিলে সমগ্র জগৎ তাহাতে পূর্ণ হইয়া যাইত। আর তাঁহার তিনবর্ষব্যাপী ধর্মপ্রচারকালের মধ্যে যেন কত যুগের ঘটনা, কত যুগের ব্যাপার একত্র সংঘটিত হইয়াছে—সেগুলিকে প্রকাশ করিতে এই উনবিংশতি শতাব্দী লাগিয়াছে, আর কে জানে, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইতে আর কতদিন লাগিবে? আপনার আমার মত ক্ষুদ্র মানুষ অতি ক্ষুদ্র শক্তির আধার মাত্র। কয়েক মুহূর্ত, কয়েক ঘণ্টা, বড় জোর কয়েক বর্ষ আমাদের সমুদয় শক্তিবিকাশের পক্ষে—উহার সম্পূর্ণ প্রসারের পক্ষে—পর্যাপ্ত। তারপর আর আমাদের কিছু শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য মহাশক্তিদ্বর পুরুষের কথা একবার ভাবিয়া দেখুন। শত শত শতাব্দী, শত শত যুগ চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি জগতে যে শক্তি সঞ্চার করিয়া গেলেন,



### ঈশদূত বীণাশ্রীষ্ট

এখনও তাহার প্রসারকার্যের বিরাম নাই, এখনও উহা পূর্ণভাবে ব্যয়িত হয় নাই। যতই যুগের পর যুগপ্রবাহ চলিয়াছে, ততই উহাও নব বলে বলীয়ান হইতেছে।

এক্ষণে দেখুন, বীণাশ্রীষ্টের জীবনে যাহা দেখিতে পান, তাহা তৎপূর্ববর্তী সমুদয় প্রাচীন ভাবের সমষ্টিস্বরূপ। ধরিতে গেলে একভাবে সকল ব্যক্তির জীবন, সকল ব্যক্তির চরিত্রই অতীত ভাব-সমূহের ফলস্বরূপ। সমগ্র জাতীয় জীবনের এই অতীত ভাবসমূহ—বংশানুক্রমিক সংস্কার, পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ, শিক্ষা এবং নিজের পূর্ক পূর্ক জন্মের সংস্কার হইতে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর আসিয়া থাকে। সুতরাং একভাবে প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরই সমগ্র পৃথিবীর, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় অতীত সম্পত্তি রহিয়াছে বলিতে হইবে। আমরা বর্তমান মুহূর্তে যেসকল, তাহা সেই অনন্ত অতীতের হস্তনির্মিত কার্যস্বরূপ, ফলস্বরূপ বই আর কি? আমরা অনন্ত ঘটনা-প্রবাহে অনিবার্যরূপে পুরোভাগে অগ্রসর ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে অসমর্থ ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গনিচয় ব্যতীত আর কি? প্রভেদ এই—আপনি আমি অতি ক্ষুদ্র বৃহদস্বরূপ মাত্র। কিন্তু জাগতিক ঘটনানিচয়রূপ মহাসমুদ্রে কতকগুলি প্রবল তরঙ্গ থাকেই। আপনাতে আমাতে জাতীয় জীবনের অতীত ভাব অতি অল্পমাত্রাই পরিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু এমন অনেক শক্তিমান পুরুষও আছেন, যাহারা কেন প্রায় সমগ্র অতীতের সাকার বিগ্রহস্বরূপ ও ভবিষ্যতের দিকেও সদা প্রসারিতকর। সমগ্র মানবজাতি যে অনন্ত উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, ইহারা যেন সেই পথের পথনির্দেশক স্তম্ভস্বরূপ। বাস্তবিক ইহারা এত বড় যে, ইহাদের ছায়ায় যেন

## ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ঢাকিয়া ফেলে, আব ইহারা অনাদি অনন্তকাল অবিনাশিতাবে দণ্ডায়মান থাকেন। এই মহাপুরুষ যে বলিয়াছেন, “কোন ব্যক্তি ঈশ্বরতনয়ের ভিতর দিয়া ব্যতীত ঈশ্বরকে কখন দর্শন করে নাই”, এ কথা অতি সত্য। ঈশ্বরতনয়ে ব্যতীত ঈশ্বরকে আমরা আর কোথায় দেখিব? ইহা খুব সত্য যে, আপনাতে, আমাতে, আমাদের মধ্যে অতি দীন হীন ব্যক্তিতে পর্য্যন্ত ঈশ্বর বিদ্যমান, ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব আমাদের সকলের মধ্যেই বহিয়াছে। কিন্তু যেমন আলোকের পরমাণুসকল সর্বব্যাপী—সর্বত্র স্পন্দনশীল হইলেও উহাদিগকে আমাদের দৃষ্টিপথে আনিতে হইলে প্রদীপ জালিবার প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ সেই সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের সর্বব্যাপী ঈশ্বর—জগতের সুমহান দীপাবলিস্বরূপ এই সকল প্রত্যাাদিষ্ট পুরুষে, এই সকল নরদেবে, ঈশ্বরের মূর্তিমান্ বিগ্রহস্বরূপ এই সকল অবতাবে প্রতিবিম্বিত না হইলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারেন না।

আমরা সকলেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না, আমরা তাঁহার ভাব ধারণা করিতে পারি না। কিন্তু এই সকল মহান জ্ঞানজ্যোতিঃসম্পন্ন ভগবানের অগ্রদূতগণের কোন একজনের চরিত্রের সহিত আপনার ঈশ্বরসম্বন্ধীয় উচ্চতম ধারণার তুলনা করুন দেখি। দেখিবেন, আপনার কর্তৃত্ব ঈশ্বর প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ পুরুষ হইতে অনেকাংশে হীনতর, অবতাবের, ঈশ্বরাদিষ্ট পুরুষের চরিত্র আপনার ধারণা হইতে বহু বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। আদর্শের সাক্ষ্যবিগ্রহস্বরূপ এই সকল পুরুষ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদেব মহাজীবনের যে দৃষ্টান্ত আমাদের সমক্ষে ধরিয়াছেন, আপনাবা তাহা হইতে ঈশ্বরের উচ্চতম



### ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

ধারণা করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। তাই যদি হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, এই সকল পুরুষকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করা কি অজ্ঞান কার্য? এই নরদেবগণের চরণে নুষ্ঠিত হইয়া তাঁহাদিগকে জগতের মধ্যে ঈশ্বরের একমাত্র সাকার-বিগ্রহরূপে উপাসনা করা কি পাপ? যদি তাঁহারা প্রকৃত-পক্ষে আমাদের সর্ববিধ ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা বা কল্পনা হইতে উচ্চতর হন, তবে তাঁহাদিগকে উপাসনা করিতে দোষ কি? ইহাতে যে শুধু দোষ নাই, তাহা নহে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের উপাসনা কেবল এই ভাবেই সম্ভবপর হইতে পারে। আপনারা যতই চেষ্টা করুন না—পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারাই চেষ্টা করুন বা স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর বিষয়ে মন দিয়াই চেষ্টা করুন, যতদিন আপনারা মানবজগতের মধ্যে নরদেহে অবস্থিত, ততদিন আপনাদের উপলব্ধ সমগ্র জগৎই নরভাবাপন্ন, আপনাদের ধর্মও মানবভাবে ভাবিত, আপনাদের ঈশ্বরও নরভাবাপন্ন। এরূপ না হইয়াই যাইতে পারে না। কে এমন বাতুল আছে যে, প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ উপলব্ধ বস্তুকে গ্রহণ করিয়া এমন বস্তুকে ত্যাগ না করিবে, যাহা কেবল কল্পনাগ্রাহ্য ভাববিশেষ মাত্র, যাহাকে সে ধরিতে ছুইতে পারে না, এবং স্থূল অবলম্বনের সহায়তা ব্যতীত বাহার নিকট অগ্রসর হওয়াই দুর্লভ? সেই কারণে এই সকল ঈশ্বরাবতার সকল যুগে, সকল দেশেই পূজিত হইয়াছেন।

আমরা এক্ষণে ব্রাহ্মদীদিগের অবতার খ্রীষ্টের জীবনচরিতের একটু আদটু আলোচনা করিব। আমি পূর্বে, একটি তরঙ্গের উত্থানের পর ও দ্বিতীয় তরঙ্গ উত্থানের পূর্বে তরঙ্গের যে পতনাবস্থায়

## ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, খ্রীষ্টের জন্মকালে যাহুদীদের সেই অবস্থা ছিল। উহাকে রক্ষণশীলতার অবস্থা বলিতে পারা যায়—ঐ অবস্থায় মানবাত্মা যেন চলিতে চলিতে কিছুকালের জন্য ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে—সে এতদিন ধরিয়া যাহা উপার্জন করিয়াছে, তাহা রক্ষা করিতেই যেন ব্যগ্র! এ অবস্থায় জীবনের সার্বভৌমিক ও মহান সমস্তাসমূহের দিকে নন না গিয়া খুঁটিনাটির দিকেই মনোযোগ অধিক থাকে; ঐ অবস্থায় যেন তরলী অগ্রসর না হইয়া নিশ্চলতার অবস্থিত থাকে—উহাতে ক্রিয়ানীলতা অপেক্ষা অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হউক—এই ভাবে সহ্য করিয়া যাওয়ার ভাবই অধিক বিদ্যমান। এটি লক্ষ্য করিবেন, আমি এই অবস্থার নিন্দা করিতেছি না, আমাদের উহার উপর দোষারোপ করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। কারণ, যদি এই পতনাবস্থা না ঘটিত, তবে নাজারেথবাসী যীশুতে যে পরবর্তী উত্থান সাকার মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা অসম্ভব হইত। ফারিসি ও সাদিউসিগণ \* হযত কপট ছিলেন, তাঁহারা এমন সকল বিষয় হযত করিতেন, যাহা তাঁহাদের করা উচিত ছিল না, হইতে পারে তাঁহারা ঘোর ধর্মধ্বজী ও ভণ্ড ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যেরূপই থাকুন না কেন, যীশুখ্রীষ্টরূপ কার্য বা ফল উৎপন্ন হইবার পক্ষে তাঁহারাই বীজ বা কারণস্বরূপ। যে শক্তিবৈগ একদিকে ফারিসি ও সাদিউসিরূপে অভ্যাদিত

\* Pharisee—যীশুখ্রীষ্টের অভ্যাদনের সমসাময়িক যাহুদীদের এক ধর্মসম্প্রদায়—ইহারা ধর্মের যথার্থ তত্ত্ব অপেক্ষা বাহ্যবিধি অনুষ্ঠানাদি পালনেই অধিক আগ্রহ দেখাইতেন। Sadducee—ঐ সময়ের এক যাহুদী সম্প্রদায়—ইহারা অভিজাত-বংশীয় ও সন্বেহবাদী ছিলেন।

## ঈশদূত বীণাধীশ

হইরাছিল, তাহাই অপরদিকে মহামনীষী নাজারেথবাসী বীণরূপে প্রাদুর্ভূত হয়।

অনেক সময় আমরা বাহ্য ক্রিয়াকলাপাদির উপর—ধর্মের অত খুঁটিনাটির উপর নজরকে হাসিয়া উড়াইয়া দিই বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যেই ধর্মজীবনের শক্তি অন্তর্নিহিত। অনেক সময় আমরা অত্যগ্রসর হইতে বাইরা ধর্মজীবনের শক্তি হারাইয়া ফেলি। দেখাও যায়, সাধারণতঃ উদার পুরুষগণ অপেক্ষা গোড়াদের মনের তেজ বেশী। সুতরাং গোড়াদের ভিতরও একটি মহৎ গুণ আছে—তাহাদের ভিতর যেন প্রবল শক্তিরূপি সংগৃহীত ও সঞ্চিত থাকে। ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধে যেমন, সমগ্র জাতি সম্বন্ধেও তদ্রূপ—জাতির ভিতরেও ঐরূপে শক্তি সংগৃহীত হইয়া সঞ্চিত থাকে। চতুর্দিকে বাহ্য শত্রুরা পরিবেষ্টিত হইয়া—রোমকদিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া এক কেন্দ্রে সম্মিলিত, এবং চিন্তাজগতে গ্রীক ভাবসমূহের দ্বারা এবং পারস্য, ভারত ও আলেক্সান্দ্রিয়া হইতে আগত ভাব-তরঙ্গরাজির দ্বারা এক নির্দিষ্ট গণ্ডিতে, এক নির্দিষ্ট কেন্দ্রে বিতাড়িত হইয়া—এইরূপে চতুর্দিকে দৈহিক, মানসিক, নৈতিক—সর্ববিধ শক্তিসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া এই ব্রাহ্মদীজাতি স্বাভাবিক প্রবল স্থিতিশীল শক্তিতে দণ্ডায়মান ছিল—ইহাদের বংশধরগণ আজও এই শক্তি হারায় নাই। আর উক্ত জাতি তাহার সমগ্র শক্তি জেরজ্বলেম ও ব্রাহ্মদীর ধর্মের উপর কেন্দ্রীভূত করিতে বাধ্য হইরাছিল। আর সকল শক্তিই একবার সঞ্চিত হইলে যেমন অধিকক্ষণ একস্থানে থাকিতে পারে না—উহা চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়া আপনাকে নিঃশেষ করে, ইহার সম্বন্ধেও তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। পৃথিবীতে এমন



## ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

কোন শক্তি নাই, যাহাকে দীর্ঘকাল সঙ্কীর্ণ গভীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। সুদূর ভবিষ্যৎযুগে প্রসারিত হইবে বলিয়া উহাকে অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া একস্থানে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না। যাহাদী জাতিব অভ্যন্তরে অবস্থিত এই সমষ্টিভূত শক্তি পরবর্তী যুগে খ্রীষ্টধর্মের অভ্যাদয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত আসিয়া মিলিত হইয়া একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সৃজন করিল। এইরূপে ক্রমশঃ বহু ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর সন্মিলনে বিপুলকায়া তরঙ্গশালিনী মহানদের উৎপত্তি। ইহার প্রবল তরঙ্গের শুভ্র শীর্ষদেশে নাজারেথবাসী যীশু সমাসীন রহিয়াছেন। এইরূপে সকল মহাপুরুষই তাঁহাদেব সম-সাময়িক অবস্থাচক্রের ফলস্বরূপ, তাঁহাদেব নিজ জাতিব অতীতব ফলস্বরূপ; তাঁহারা আবার স্বয়ং ভবিষ্যৎযুগের স্রষ্টা। অতীত কারণ-সমষ্টির ফলস্বরূপ কার্যাবলি আবার ভাবী কার্যের কাবণস্বরূপ হয়। আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষসম্বন্ধেও একথা খাটে। তাঁহার নিজ জাতির মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম, ঐ জাতি যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শত শত যুগ ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, তাহাই তাঁহাতে সাকার বিগ্রহ ধারণ করিয়াছিল। আর তিনি স্বয়ং ভবিষ্যতের পক্ষে মহাশক্তিব আদার স্বরূপ—শুধু তাঁহার নিজজাতিব পক্ষে নহে, জগতের অন্যান্য অসংখ্য জাতির পক্ষেও তাঁহার জীবনের প্রেবণা মহাশক্তির বিকাশ করিয়াছে।

আর একটি বিষয় আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, ঐ নাজারেথবাসী মহাপুরুষের বর্ণনা আমি প্রাচ্যদেশীয়গণের দৃষ্টি হইতে করিব। আপনারা ইহা অনেক সময়েই ভুলিয়া যান যে, তিনি

## ঈশদূত বীণাধারী

স্বয়ং একজন প্রাচ্যদেশীয় ছিলেন। তাঁহাকে আপনারা নীলনয়ন ও পীতকেশরূপে অঙ্কন ও বর্ণনার যতই চেষ্টা করুন না, তথাপি তিনি যে একজন প্রাচ্যদেশীয় ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাইবেলগ্রন্থে যে সকল উপমা ও রূপকের প্রয়োগ আছে, উহাতে যে সকল দৃশ্য ও স্থানের বর্ণনা আছে, উহাব কবিত্ব, উহাতে অঙ্কিত চিত্রসমূহের ভাবভঙ্গী ও সন্নিবেশ এবং উহাতে বর্ণিত প্রতীক ও অমুদ্রানপদ্ধতি—এই সমুদয়ই প্রাচ্যভাবেবই সাক্ষ্য দিতেছে—উহাতে উজ্জল আকাশ, উদ্ভাপ, প্রপঙ্ক র'ব এবং তৃষ্ণার্ত নরনারী ও জীবকুলের বর্ণনা—মেঘপাল, কৃষককুল ও কৃষিকার্য্যের বর্ণনা—পনচাক্ষি (water-mill), ঘটিযন্ত্র, পনচাক্ষিসংলগ্ন সরোবর ও ঘরট্টের (পিষিবার জাঁতা) বর্ণনা—এই সকলগুলিই এখনও এসিয়াতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এসিয়া চিরদিনই জগৎকে ধর্ম্মের বাণী শুনাইয়াছে—ইউরোপ চিরদিনই রাজনীতির বাণী ঘোষণা করিয়াছে। নিজ নিজ কাব্য-ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মহত্ত্ব দেখাইয়াছে। ইউরোপের ঐ বাণী আবার প্রাচীন গ্রীসের প্রতিধ্বনিমাত্র। নিজ সমাজই গ্রীকদের সর্বস্ব ছিল। তদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল সমাজই তাহাদের চক্ষে বর্জ্য—তাহাদের মতে গ্রীক ব্যতীত আর কাহাবও জগতে থাকিবার অধিকার নাই। তাহাদের মতে গ্রীকেরা যাহা করে, তাহাই ঠিক; জগতে আর যাহা কিছু আছে, তাহার কোনটিই ঠিক নহে—সুতরাং তাহাকে জগতে থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। তাহাদের সহানুভূতি মানবজাতিতেই একান্ত সীমাবদ্ধ, সুতরাং উহা একান্ত স্বাভাবিক, আর সেই কারণেই গ্রীক সভ্যতা নানারূপ



### ঈশদূত বীণতন্ত্রী

কলাকৌশলময়। গ্রীক মন সম্পূর্ণরূপে ইহলোক লইয়াই ব্যাপ্ত, সে এই জগতের বাহিরের কোন বিষয় স্বপ্নেও ভাবিতে চায় না। এমন কি, উহাদের কবিতা পর্যন্ত এই ব্যবহারিক জগৎকে লইয়া। উহাদের দেবদেবীগুলির কার্যকলাপ আলোচনা করিলে বোধ হয় যে তাঁহারা মানুষ, সম্পূর্ণরূপে মানব-প্রকৃতিবিশিষ্ট, মাধবণ মানব যেমন সুখে দুঃখে, হৃদয়েব নানা আবেগে উত্তেজিত হইয়া পড়েন, ইহাও প্রায় তদ্রূপ। ইহারা সৌন্দর্য্য ভালবাসে বটে, কিন্তু এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন যে, উহা বাহ্যপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছুই নহে—বাহ্যজগতের শৈলরাশি, হিমালয় ও কুসুমবাশিৰ সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছুই নহে—উহা বাহ্য অবয়বেব, বাহ্য আকৃতিব সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছুই নহে। গ্রীকেরা নবনারীব মুখের, অধিকাংশ সময়ে নবনারীব আকৃতির সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইত। আর এই গ্রীকগণই পরবর্তী যুগেব ইউরোপের শিক্ষাগুরু বলিয়া ইউরোপ গ্রীসেব বাণীরই প্রতিধ্বনি করিতেছে।

এসিয়ায় আবার অন্তপ্রকৃতি লোকের আবাস। উক্ত প্রকাণ্ড মহাদেশের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন—কোথাও শৈলমালাব চূড়াগুলি অভ্র ভেদ করিয়া নীল গগনচন্দ্রাতপকে যেন প্রায় স্পর্শ করিতেছে; কোথাও প্রকাণ্ড মরুভূমিসমূহ ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া চলিয়াছে—যেখানে এক বিন্দু জল পাইবার সম্ভাবনা নাই, একটি তৃণও যথায় উৎপন্ন হয় না; কোথাও নিবিড় অরণ্যানী বিরাজমান—উহাও ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া চলিয়াছে—যেন ফুসাইবার নাম নাই; আবার কোথাও বা বিপুলকায়া স্রোতস্বতী-সমূহ প্রবলবেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান। চতুর্দিকে প্রকৃতির এই

## ঈশদূত বীণাশ্রী

সকল মহিমময় দৃশ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাচ্যদেশবাসীর সৌন্দর্য ও গাভীর্ঘ্যের প্রতি ভালবাসা এক সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে বিকাশপ্রাপ্ত হইল। উহা বহির্দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া অন্তর্দৃষ্টিপন্থায় হইল। কোথায়ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যসম্ভোগের অদম্য তৃষ্ণা, প্রকৃতির উপর আধিপত্যের তীব্র পিপাসা বিद्यমান—তথায়ও উন্নতির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা বর্তমান—গ্রীকেরা যেমন অপর জাতিসমূহকে বর্বর বলিয়া ঘৃণা করিত, তথায়ও সেই ভেদবুদ্ধি, সেই ঘৃণার ভাব বিद्यমান। কিন্তু তথায় জাতীয় ভাবের পরিধি অধিকতর বিস্তৃত। এমিয়্যার আজও জন্ম, বর্ণ বা ভাষা লইয়া জাতি সংগঠিত হয় না। তথায় একধর্ম্মাবলম্বী হইলেই এক জাতি হয়। সমুদয় খ্রীষ্টিয়ান মিলিয়া এক জাতি, সমুদয় মুসলমান মিলিয়া এক জাতি, সমুদয় বৌদ্ধ মিলিয়া এক জাতি, সমুদয় হিন্দু মিলিয়া এক জাতি। একজন বৌদ্ধ চীনদেশবাসী, এবং অপর একজন পারস্যদেশবাসীই হউক না কেন, যেহেতু উভয়ে একধর্ম্মাবলম্বী, সেই হেতু তাহারা পরস্পরকে ভাই ভাই বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তথায় ধর্ম্মই মানবজাতির পরস্পরের বন্ধনস্বরূপ, উহাই মানবের সম্মিলনভূমি। আর ঐ পূর্বোক্ত কাবণেই প্রাচ্যদেশীয়গণ পরোক্ষপ্রিয়—তাহারা জন্ম হইতেই বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া স্বপ্নজগতে থাকিতেই ভালবাসে। জলপ্রপাতের মধুর তবতর পতনশব্দ, বিহগকুলের কাকলী, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, এমন কি, সমগ্র জগতের সৌন্দর্য্য যে পরম মানোরম ও উপভোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাচ্যমানের পক্ষে উহাই পর্য্যাপ্ত নহে—উহা অতীন্দ্রিয়রাজ্যের ভাবে ভাবুক হইতে চায়। সে বর্তমানের—ইহ-জগতের—গভী ভেদ করিয়া তাহার অতীতপ্রদেশে বাইতে চায়।

## ঐশদূত বীণাগ্রীষ্ট

বর্তমান—প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ তাহার পক্ষে যেন কিছুই নয়। প্রাচ্য ভূভাগ যুগযুগান্তর ধরিয়া সমগ্র মানবজাতির শৈশবশয্যাস্বরূপ রহিয়াছে—তথায় ভাগ্যচক্রের সর্ববিধ পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় এক রাজ্যের পর অপর রাজ্যের অভ্যুদয়, এক সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া অপর সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছে, মানবীয় ঐশ্বর্য্যবৈভব, গৌরব, শক্তি—সবই এখানে গড়াগড়ি বাইতেছে—যেন বিদ্যা, ঐশ্বর্য্যবৈভব, সাম্রাজ্য—সমুদয়ের সমাধিভূমি—ইহাই প্রাচ্যভূমির পরিচয়। সুতরাং প্রাচ্যদেশীয়গণ যে এই জগতের সমুদয় পদার্থকেই স্বর্গার চক্ষে দেখেন এবং স্বভাবতঃই এমন কিছু বস্তু দর্শন করিতে চান, যাহা অপরিণামী, অবিনাশী, এবং এই দুঃখ ও মৃত্যুপূর্ণ জগতের মধ্যে নিত্য, আনন্দময় ও অমর—ইহাতে বিশ্বয়ের বিষয় কিছুই নাই। প্রাচ্যদেশীয় মহাপুরুষগণ এই আদর্শের বিষয় ঘোষণা করিতে কখন ক্লান্তিবোধ করেন না। আর জগতের সকল অবতার ও মহাপুরুষগণের উদ্ভবস্থানসম্বন্ধেও আপনারা স্বপ্ন বাখিবেন যে, ইহাদের সকলেই প্রাচ্যদেশীয়, কেহই অন্য দেশের লোক নহেন।

আমরা আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষের প্রথম মূলমন্ত্রই এই দেখিতে পাই যে, এ জীবন কিছুই নহে, ইহা হইতে উচ্চতর আরও কিছু আছে; আব তিনি ঐ অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব জীবনে পরিণত করিয়া তিনি যে যথার্থ প্রাচ্য দেশের সন্তান, তাহার পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের লোক আপনারদের নিজ কার্য্যক্ষেত্রে অর্থাৎ সামরিক ব্যাপারে, রাষ্ট্রনৈতিকবিভাগের পরিচালনে ও তথাবিধ অন্যান্য ব্যাপারে আপনারদের কৃতকর্ম্মতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহুত প্রাচ্যদেশীয়গণ ওসকল বিষয়ে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন

## ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

নাই, কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে সফল—তাঁহারা ধর্মকে নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন—কার্যে পরিণত করিয়াছেন। তিনি যদি কোন দর্শন প্রচার করেন, তবে দেখিবেন, কাল শত শত লোক আসিয়া প্রাণপণে নিজেদের জীবনে উহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। যদি কোন ব্যক্তি প্রচার করেন যে, এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহাতেই মুক্তি হইবে, তিনি তখনই এমন পাচ শত অনুবর্তী পাইবেন, যাহারা এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে প্রস্তুত হইবে। আপনারা ইহাকে উপহাসাম্পদ কথা বলিতে পারেন, কিন্তু জানিবেন, ইহার পশ্চাতে তাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র বিদ্যমান—তাঁহারা যে ধর্মকে কেবল বিচারের বস্তু না ভাবিয়া উহাকে জীবনে উপলব্ধি করিবার—কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করে, ইহাতে তাহার আভাস ও পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে মুক্তি যে সকল বিবিধ উপায় নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যায়াম মাত্র, উহাদিগকে কোনকালে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করা হয় না। পাশ্চাত্যদেশে যে প্রচারক উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিতে পারেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মোপদেষ্টারূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

অতএব আমরা দেখিতেছি, প্রথমতঃ, এই নাজারেথবাসী যীশু প্রকৃতপক্ষেই প্রাচ্যদেশীয়দের ভাবে সম্পূর্ণ ভাবিত ছিলেন। তাঁহার এই নম্বর জগৎ ও ইহার নম্বর ঐশ্বর্য্যে আদৌ আস্থা ছিল না। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য জগতে যেরূপ শাস্ত্রীয় বাক্যের টানিয়া বুনিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা দেখা যায়, (এত টানাটানি করা হয় যে, আর টানিয়া বাড়ান চলে না—শাস্ত্র বাক্যগুলি ত আর রবার



### ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

নহে যে, যত ইচ্ছা টানিয়া বাড়ান যাইবে, আর উহারও একটা সীমা আছে) তাহার কোন প্রয়োজন নাই। ধর্মকে বর্তমানকালের ইঞ্জিয়সর্বস্বতার সহায়কস্বরূপ করিয়া লওয়া কখনই উচিত নহে। এটি বেশ বুঝিবেন যে, আমাদেরকে সরল ও অকপট হইতে হইবে। যদি আমাদের আদর্শ অনুসরণ কবিবাব শক্তি না থাকে, তবে আমরা যেন আমাদের দুর্বলতা স্বীকার করিয়া লই, কিন্তু আদর্শকে যেন কখন খাট না করি—কেহ যেন আদর্শটিকেই একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিবার চেষ্টা না করেন। পাশ্চাত্য জাতিগণ খ্রীষ্টের জীবনের যে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দিয়া থাকেন, তাহা শুনিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসে। ইহাদেব বর্ণনা হইতে তিনি যে কি ছিলেন, কি না ছিলেন, কিছুই বুঝিতে পারি না। কেহ কেহ তাঁহাকে একজন মহা রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ বা তাঁহাকে একজন সেনাপতি বলিয়া, অপর একজন স্বদেশহিতৈষী যাহুদী, অপর বা তাঁহাকে অন্তরূপ একটা কিছু প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বাইবেল গ্রন্থে কি এমন কোন কথা আছে, যাহাতে আমাদের উক্তবিধ সিদ্ধান্তগুলির যথার্থ্য ও স্থায়্যতা প্রতিপন্ন করে? একজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্যাচার্যের জীবনের ও উপদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য তাঁহার নিজের জীবন। এক্ষণে যীশু তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, শুনি। “শৃগালেরও একটা গর্ত থাকে, আকাশচাবী বিহীনগণেরও নীড় আছে, কিন্তু মানবপুত্রের (যীশুর) মাথা গুঁজিবার এতটুকু স্থান নাই।” যীশুখ্রীষ্ট স্বয়ং এইরূপ ত্যাগী ও বৈরাগ্যবান ছিলেন, তবে তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষা এই যে, এই ত্যাগবৈরাগ্যই মুক্তির



## দূত বীণাশ্রী

একমাত্র পথ—তিনি মুক্তির আর কোন পথ প্রদর্শন করেন নাই। আমরা যেন দৃষ্টে তৃণ নইয়া বিনীতভাবে স্বীকার করি যে, আমাদের এইরূপ ত্যাগবৈরাগ্যের শক্তি নাই। আমাদের এখনও ‘আমি’ ও ‘আমার’—ইহাদের উপর ষোর আসক্তি বর্তমান। আমবা ধন ঐশ্বর্য বিষয়—এই সব চাই। আমাদেরকে ধিক্—আমরা যেন আমাদের দুর্বলতা স্বীকার করি, কিন্তু বীণাশ্রীকে অন্তরূপে বর্ণনা করিয়া মানবজাতির এই মহান্ আচার্য্যকে লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। তাঁহার পারিবারিক বন্ধন কিছু ছিল না। আপনারা কি মনে করেন, এই ব্যক্তির ভিতর কোন সাংসারিক ভাব ছিল? আপনারা কি ভাবেন, জ্ঞানজ্যোতির পরম আধাবস্বরূপ, এই অমানব স্বয়ং জৈশ্বর্য জগতে অবতীর্ণ হইরাছিলেন পশুজাতির সমধর্ম্মী হইবান জন্তু? তথাপি লোকে তাঁহার উপদেশ বলিয়া বা তা প্রচার করিয়া থাকে। তাঁহার স্ত্রীপুরুষ ভেদজ্ঞান ছিল না—তিনি আপনাকে লিঙ্গোপাধিরহিত আত্মা বলিয়া জানিতেন। তিনি জানিতেন, তিনি শুদ্ধ আত্মাস্বরূপ—কেবল দেহে অবস্থিত হইয়া মানবজাতির কল্যাণের জন্ত দেহকে পরিচালন করিতেছেন মাত্র—দেহের সঙ্গে তাঁহার শুধু ঐক্যমাত্র সম্পর্ক ছিল। আত্মাতে কোন-রূপ লিঙ্গভেদ নাই। বিদেহ আত্মার পাশব ভাবের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই—দেহের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। অবশ্য এইরূপ ত্যাগের ভাব হইতে আমরা এখন বহুদূরে অবস্থিত হইতে পারি, হইলামই বা—কিন্তু আমাদের আদর্শটিকে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমরা যেন স্পষ্ট স্বীকার করি যে, ত্যাগই আমাদের আদর্শ, কিন্তু আমরা ঐ আদর্শের নিকট পহুঁছিতে এখনও অক্ষম।

## ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

তিনি যে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মাস্বরূপ—এই তত্ত্ব উপলব্ধি ব্যতীত তাঁহার জীবনে আর কোন কার্য ছিল না, আর কোন চিন্তা ছিল না। তিনি বাস্তবিকই বিদেহ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মাস্বরূপ ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার অদ্বুত দিব্যদৃষ্টিসহায়ে ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক নবনাবী, সে ব্রাহ্মদী হউক বা অন্য জাতিই হউক, ধনী দরিদ্র, সাধু অসাধু—সকলেই তাঁহারই দ্বার্য সেই এক অবিনাশী আত্মাস্বরূপ বই আর কিছুই নহে। সুতরাং তাঁহার সমগ্র জীবনে এই একমাত্র কার্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি সমগ্র মানবজাতিকে তাহাদের আপন আপন যথার্থ শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, “তোমরা দীনহীন, এই কুসংস্কারময় স্বপ্ন ছাড়িয়া দাও। মনে করিও না যে, অপরে তোমাদিগকে দাসত্ব পদদলিত এবং উৎপীড়িত করিতেছে, কারণ তোমাদের মধ্যে এমন এক বস্তু রহিয়াছে যাহাব উপর কোন অত্যাচার করা চলে না, যাহাকে পদদলিত করা যায় না, যাহাকে কোন মতে বিনাশ করিতে বা কোনরূপ কষ্ট দিতে পাবা যায় না।” আপনাবা সকলেই ঈশ্বরতনয়, সকলেই অমর আত্মাস্বরূপ। তিনি এই মহাবাণী জগতে ঘোষণা করিয়াছেন—“জানিও, স্বর্গরাজ্য তোমাব অভ্যন্তরেই অবস্থিত।”—“আমি ও আমার পিতা অভেদ।” নাজারেথবাসী যীশু এই সব কথাই বলিয়াছেন। তিনি এই সংসারের কথা বা এই দেহের বিষয় কখনও বলেন নাই। জগতের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধই ছিল না—এইটুকু মাত্র সম্পর্ক ছিল যে, উহাকে ধরিয়া তিনি সম্মুখে ঋণিকটী অগ্রসর করিয়া দিবেন—আর ক্রমাগত উহাকে অগ্রসর

## ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

করিতে থাকিবেন, যতদিন না সমগ্র জগৎ সেই পরম জ্যোতির্ময় পরমেশ্বরের নিকট পৌঁছিতেছে, যতদিন না প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিতেছে, যতদিন না দুঃখকষ্ট ও মৃত্যু জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিত হইতেছে।

তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন পরম্পর-বিরোধী আখ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা পাঠ করিয়াছি। খ্রীষ্টের জীবনচরিতের সমালোচক পণ্ডিতবর্গ ও তাঁহাদের গ্রন্থাবলি এবং “উচ্চতর সমালোচনা” \* নামধের সাহিত্যরাশির সহিতও আমরা পরিচিত। আর নানা গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা পণ্ডিতেরা যে সকল সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছেন, তাহাও আমরা জানি। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্ট অংশ কতটা সত্য, অথবা উহাতে বর্ণিত যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিত কতটা ঐতিহাসিক সত্যের সহিত মিলে, এ সকল বিষয় বিচারার্থে অথচ আমরা এখানে সমাগত হই নাই। যীশুখ্রীষ্টের জন্মাব্দ পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে নিউ টেষ্টামেন্ট লিখিত হইয়াছিল কি না, অথবা যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিতের কতটা অংশ সত্য, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু ঐ সকল লেখার পশ্চাতে এমন কিছু আছে যাহা অবশ্য সত্য, এমন কিছু আছে, যাহা আমাদের অনুকরণের যোগ্য। মিথ্যা কথা বলিতে হইলে, সত্যেরই নকল করিতে হয়, এবং ঐ সত্যটির বাস্তবিকই সত্তা

\* Higher বা Historical Criticism :—ইতিহাস ও সাহিত্যের দিক হইতে বাইবেলগ্রন্থের বিভিন্নাংশের রচনা, রচনাকাল ও আখ্যায়িকাসম্বন্ধে বিচার-সম্বলিত সাহিত্যরাশি উক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহা Textual or Verbal Criticism অর্থাৎ বাইবেলের লোকাবলি ও শব্দরাশি-সম্বন্ধীয় বিচার হইতে পৃথক্ ও উচ্চতর বলিয়া Higher Criticism নামে অভিহিত।

## ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

আছে। যাহার বাস্তবিক সত্তা কোন কালে ছিল না তাহার নকল করা চলে না। যাহা আপনারা কোন কালে কখনও উপলব্ধি করেন নাই, তাহার কখনই অনুকরণ করিতে পারেন না। সুতরাং ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, বাইবেলের বর্ণনা অতিরঞ্জিত স্বীকার করিলেও, ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ কল্পনারও অবশ্যই কিছু ভিত্তি ছিল,—নিশ্চিত সেই সময়ে জগতে এক মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল—আধ্যাত্মিক শক্তির এক অপূর্ব বিকাশ হইয়াছিল—এবং সেই মহা আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধেই অল্প আমরা কিছু আলোচনা করিতেছি। ঐ মহাশক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন আমাদের কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই, তখন আমাদের পণ্ডিতকুলের সমালোচনায় ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। যদি প্রাচ্যদেশীয়দের দ্বারা আমাকে এই নাজাবেথবাসী যীশুর উপাসনা করিতে হয়, তবে একটিমাত্র ভাবেই আমি তাঁহার উপাসনা করিতে পারিব, অর্থাৎ আমার তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াই উপাসনা করিতে হইবে, অল্প কোনরূপে আমার তাঁহাকে উপাসনা করিবার উপায় নাই। আপনারা কি বলিতে চান, আমাদের তাঁহাকে উপাসনা করিবার অধিকার নাই? যদি আমরা তাঁহাকে আমাদের সমান ভূমিতে টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে কেবল একজন মহাপুরুষমাত্র বলিয়া একটু সম্মান দেখাই, তবে আর আমাদের তাঁহাকে উপাসনা করিবারই বা প্রয়োজন কি? আমাদের শাস্ত্র বলেন,—“এই জ্যোতির তনয়গণ, যাহাদের ভিতর দিয়া সেই ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, যাহারা স্বয়ং সেই জ্যোতিঃস্বরূপ, তাঁহারা উপাসিত হইলে যেন আমাদের সহিত



## ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

তান্নাঅ্যাত্তাব প্রাপ্ত হন এবং আমরাও তাঁহাদের সহিত এক হইয়া যাই।”

কারণ, আপনাবা এটি লক্ষ্য করিবেন যে, মানব ত্রিবিধভাবে ঈশ্ববোপলব্ধি করিয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় অশিক্ষিত মানবের অপরিণত বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, ঈশ্বর বহুদূবে—উর্দ্ধে স্বর্গনামক স্থানবিশেষে সিংহাসনে পাপপুণ্যের মহাবিচারকরূপে সমাসীন বহিয়াছেন। লোকে তাঁহাকে “মহত্ত্বয়ং বজ্রমুত্তমং” স্বরূপে দর্শন কবে। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় এবংবিধ ধাবণাও ভাল, ইহাতে মন্দ কিছুই নাই। আপনাদের বিশেষভাবে শ্রবণ বাখা উচিত যে, মানব মিথ্যা হইতে, ভ্রম হইতে সত্যে অগ্রসর হয়, তাহা নহে, এক সত্য হইতে ভ্রমে অপর সত্যে আরোহণ করিয়া থাকে। যদি আপনাবা পছন্দ করেন ত বলিতে পারেন, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে আরোহণ করিয়া থাকে, কিন্তু ভ্রম হইতে, মিথ্যা হইতে সত্যে গমন কবে, একথা কখনই বলিতে পারেন না। মনে করুন, আপনি এখান হইতে সূর্যাভিমুখে সরলরেখায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এখান হইতে সূর্যকে অতি ক্ষুদ্রাকার দেখায়। মনে করুন, আপনি এখান হইতে দশ লক্ষ মাইল অগ্রসর হইলেন—সেখানে গিয়া সূর্যকে এখানকার অপেক্ষা বৃহত্তর আকারে দেখিবেন। যতই অগ্রসর হইলেন, ততই উহাকে বৃহত্তররূপে দেখিতে থাকিবেন। মনে করুন, এইরূপ বিভিন্ন স্থান হইতে সূর্য্যেব বিশ সহস্র আলোকচিত্র গ্রহণ করা গেল—ইহাদের প্রত্যেকটিই যে অপরটি হইতে পৃথক্ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু উহাদের সকলগুলি যে সেই এক



## ঈশদূত বীণাশ্রীষ্ট

সূর্য্যেরই আলোকচিত্র, ইহা কি আপনি অস্বীকার করিতে পারেন ?  
এইরূপ উচ্চতর বা নিম্নতর সর্ববিধ ধর্ম্মপ্রণালীই সেই অনন্ত  
জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের নিকট পঁছছিবার বিভিন্ন সোপানাবলি মাত্র।  
কোন কোন ধর্ম্মে ঈশ্বরের ধারণা নিম্নতর, কোন কোন ধর্ম্মে  
উচ্চতর—এইমাত্র প্রভেদ। এই কারণেই সমগ্র জগতের গভীর-  
চিন্তাক্ষম জনসাধারণের ধর্ম্মে, ব্রহ্মাণ্ডেব বহির্দেশে স্বর্গনামক  
স্থানবিশেষে অবস্থান করিয়া জগৎ-শাসনকারী, পুণ্যবানের পুণ্যস্রাব  
ও পাপীর দণ্ডদাতা এবং এতদ্বিধ অক্লান্ত গুণসম্পন্ন ঈশ্বরের ধারণা  
থাকিবেই এবং বরাবরই রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মানব  
অধ্যাত্মরাজ্যে বতই অগ্রসর হয়, ততই সে উপলব্ধি করিতে  
আরম্ভ করে যে, যে ঈশ্বরকে সে এতদিন স্বর্গনামক স্থানবিশেষে  
সীমাবদ্ধ মনে করিতেছিল, তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বব্যাপী, তিনি  
নিশ্চয় সর্বত্র অবস্থিত, তিনি দূরে অবস্থিত নহেন, তিনি তাঁহারই  
মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি স্পষ্টতঃই সকল আত্মার  
অন্তরাত্মাস্বরূপ। যেমন আমার আত্মা আমার দেহকে পরিচালনা  
করিতেছেন, তদ্রূপ ঈশ্বর আমার আত্মারও পরিচালক, আত্মাবও  
নিয়ন্তাস্বরূপ—তিনি আমাদের আত্মার মনো অন্তরাত্মাস্বরূপ। আবার  
কতকগুলি ব্যক্তি এতদূর চিন্তাশক্তি সাধন করিলেন ও আধ্যাত্মিকতায়  
এতদূর অগ্রসর হইলেন যে, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ধারণা অতিক্রম  
করিয়া, আরও অগ্রসর হইয়া অবশেষে ঈশ্বরলাভ করিলেন। বাই-  
বেলের নিউ টেষ্টামেন্টে নিম্নলিখিত বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়,—  
“পবিত্রচেতা ব্যক্তিগণ ধন্য, কারণ, তাঁহারা ঈশ্বরদর্শন করিবেন।  
আর অবশেষে তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহারা এবং পিতা ঈশ্বর অভিন্ন।”

## ঈশদূত বীণাশ্রী

আপনারা দেখিবেন, বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্ট অংশে ধর্ম্যাচার্য্য উক্ত ত্রিবিধ সোপানের উপযোগী সাধন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি যে ‘সাধারণ প্রার্থনা’ (Common Prayer) শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, সেইটি লক্ষ্য করিয়া দেখুন—“হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম জয়যুক্ত হউক” ইত্যাদি। ইহা সাদাসিধা ভাবের প্রার্থনা, শিশুর প্রার্থনা। এটি লক্ষ্য করিবেন যে, ইহা “সাধারণ প্রার্থনা”; কারণ, ইহা অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য বিহিত। অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ব্যক্তিদের জন্য, যাহারা পূর্বোক্ত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাদের জন্য তিনি অপেক্ষাকৃত উন্নত সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার নিম্ন-লিখিত উক্তিতে তাহার আভাস পাওয়া যায়—“আমি আমার পিতাতে, তোমরা আমাতে, এবং আমি তোমাদিগের মধ্যে বর্তমান।” স্বরণ হইতেছে ত? আর যখন যাজদীরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—আপনি কে, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—“আমি ও আমার পিতা এক।” যাজদীরা মনে করিয়াছিল, তিনি ঈশ্বরের সহিত আপনাকে অভিন্ন ঘোষণা করিয়া যোবতর ভগবন্নিষ্ঠা করিতেছেন। কিন্তু তিনি উক্ত বাক্য কি উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন? একই কথা আমাদের ভবিষ্যদর্শী মহাপুরুষগণও বলিয়া গিয়াছেন—“তোমরা সকলেই দেব বা ঈশ্বর—তোমরা সকলেই সেই পরাৎপর পুরুষের সম্মান।” অতএব দেখুন, বাইবেলেও এই ত্রিবিধ সোপান স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট রহিয়াছে, আর আপনারা ইহাও দেখিবেন যে, আপনাদের পক্ষে উক্ত প্রথম সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ শেষ সোপানে গমন করাই অপেক্ষাকৃত সচল।

## ঈশদূত বীণুশ্রীষ্ট

এই ঈশ্বরের অগ্রদূত, এই সুসমাচারবাহক বীণু সত্যলভেব পথ দেখাইতে আসিয়াছিলেন। তিনি দেখাইতে আসিয়াছিলেন যে, নানারূপ অমুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপাদির দ্বারা সেই যথার্থ তত্ত্ব—আত্মতত্ত্ব লাভ হয় না ; দেখাইতে আসিয়াছিলেন যে, নানাবিধ কূট, জটিল দার্শনিক বিচারের দ্বারা সেই আত্মতত্ত্ব লাভ হয় না। আপনার যদি কিছুমাত্র বিজ্ঞা না থাকে, সে ত বরং আবণ্ড ভাল ; আপনি সারা জীবনে যদি একখানি বইও না পড়িয়া থাকেন, সে ত আবণ্ড ভাল কথা। এ সকল আপনার মুক্তির জন্ত একেবারেই আবণ্ডক নহে, মুক্তিলাভেব জন্ত ঐশ্বর্য্য, বৈভব, উচ্চপদ বা প্রভুত্বের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই—এমন কি, পাণ্ডিত্যেবও কিছু প্রয়োজন নাই। কেবল একটি জিনিসেব প্রয়োজন—তাহা এই—পবিত্রতা—চিত্তশুদ্ধি। “পবিত্রাত্মা বা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ ধন,”—কারণ আত্মা স্বয়ং শুদ্ধস্বভাব। উহা অনুরূপ অর্থাৎ অশুদ্ধ কিকপে হইতে পাবে ? উহা ঈশ্বরপ্রসূত—ঈশ্বর হইতে উহাব আবির্ভাব। বাইবেলের ভাষায়, উহা “ঈশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ,” কোবানেব ভাষায়, উহা “ঈশ্বরের আত্মাস্বরূপ।” আপনারা কি বলিতে চান, এই ঈশ্বরাত্মা কখনও অপবিত্র হইতে পাবে ? কিন্তু হায়, আমাদেরই শুভাশুভ কর্মের দ্বারা উহা যেন শত শত শতাব্দীর ধূলি ও মলের দ্বারা আবৃত হইয়াছে। নানাবিধ অন্ত্যায় কর্ম, নানাবিধ অশুভ কর্ম সেই আত্মাকে শত শত শতাব্দীর অজ্ঞানরূপ ধূলি ও মলিনতা দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। আবণ্ডক কেবল ঐ ধূলি ও মল অপসারণ,—তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ আত্মা আপন প্রভাব উজ্জলভাবে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। “শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরা

## ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

ধনু, কারণ, তাহারা ঈশ্বরদর্শন করিবে।” “স্বর্গরাজ্য তোমাদের অভ্যন্তরেই বিরাজমান।” সেই নাজারেথবাসী যীশু আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “যখন সেই স্বর্গরাজ্য এখানেই, তোমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, তখন আবার উহা অন্বেষণের জন্য কোথায় যাইতেছ? আত্মার উপরিভাগে যে মলিনতা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেল, উহা এখানেই বস্তুমান দেখিতে পাইবে। উহা পূর্ব হইতেই তোমার সম্পত্তি। যাহা তোমার নহে, তাহা তুমি কি করিয়া পাইবে? উহা তোমার জন্মপ্রাপ্ত অধিকারস্বরূপ। তোমরা অমৃতের অধিকারী, সেই নিত্য সনাতন পিতার তনয়।”

ইতাই সেই সুসমাচারবাহী যীশুখ্রীষ্টের মহতী শিক্ষা—তাঁহার অপর শিক্ষা—ত্যাগ : উতাই সকল ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ। আত্মাকে বিস্তুকি কি করিয়া করিলে? ত্যাগের দ্বারা। জনৈক ধনী যুবক যীশুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—“প্রভু, অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?” যীশু তাঁহাকে বলিলেন,—“তোমার এখনও একটি বিষয়ে অভাব আছে। বাড়ী যাও, তোমার যাহা কিছু আছে সব বিক্রয় কর, এবং ঐ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্রদিগকে দান কর—তাহা হইলে স্বর্গে তুমি অক্ষয় সম্পদ সঞ্চয় করিবে। তার পর আস, এবং ক্রুস গ্রহণ করিয়া আমার অনুসরণ কর।” ধনী যুবকটি যীশুর এই উপদেশে দুঃখিত হইল এবং বিষন্ন হইয়া চলিয়া গেল, কারণ, তাঁহার অগাধ সম্পত্তি ছিল। আমরা সকলেই অল্পবিস্তর ঐ ধনী যুবকের মত। দিব্যরাত্রি আমাদের কর্ণে সেই মহাবাকী ধ্বনিত হইতেছে। আমাদের সুখস্বচ্ছন্দতার মধ্যে, সাংসারিক বিষয়ভোগের মধ্যে আমরা মনে করি, আমরা



## ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য সব ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু উহার মধ্যেই হঠাৎ এক মুহূর্তের বিরাম আসিল—সেই মহাবাণী আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল,—“তোমার যাহা কিছু আছে, সব ত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ কর।” “যে কোন ব্যক্তি নিজের জীবনরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিবে, সে উহা হারাইবে, আর যে আমার জন্য নিজের জীবন হারাইবে, সে উহা পাইবে।” কারণ, যে কোন ব্যক্তি তাঁহার জন্য এই জীবন বিসর্জন করিবে, সে অমৃতত্ব লাভ করিবে। আমাদের সর্ববিধ দুর্বলতাব মধ্যে—সর্ববিধ কার্যকলাপের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য কখনও কখনও যেন একটু বিরাম আসিয়া উপস্থিত হয়, আর সেই মহাবাণী আমাদের কর্ণে ঘোষিত হইতে থাকে,—“তোমার যাহা কিছু আছে সব ত্যাগ করিয়া দরিদ্রদিগকে উহা দান কর এবং আমার অনুসরণ কর।” তিনি ঐ এক আদর্শ প্রচার করিতেছেন—জগতের সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্যাচার্যগণও ঐ এক আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। তাহা এই—ত্যাগ। এই ত্যাগেব তাৎপর্য্য কি? ত্যাগেব মন্ত্র এই—নীতি-বিজ্ঞানে নিঃস্বার্থপরতাই একমাত্র আদর্শ। অহংশু হও। পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা বা অহংশুতাই আমাদের একমাত্র আদর্শ। এই সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত এই যে, ডান গালে চড় মারিলে বাঁ গাল ফিরাইয়া দিতে হইবে—যদি কেহ তোমার জামা কাড়িয়া লয়, তাহাকে তোমার চাপকানটিও খুলিয়া দিতে হইবে।

আদর্শকে খাট না করিয়া যতদূর পারা যায়, উত্তমরূপে কাধ্য করিয়া যাইতে হইবে। আর সেই আদর্শ অবস্থা এই,—যে অবস্থায় মানুষের অহংভাব কিছুমাত্র থাকে না, তাহার যখন কোন বস্তুতে



### ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

অধিকার থাকে না। তাহার যখন ‘আমি’ ‘আমার’ বলিবার কিছু থাকে না, সে যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জন করে, যেন নিজেকে মারিয়া ফেলে। আর এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির ভিতর স্বয়ং ঈশ্বর বিরাজমান। কারণ তাহার ভিতর হইতে অহং-বাসনা একেবারে চলিয়া গিয়াছে, নষ্ট হইয়াছে, একেবারে নির্মূল হইয়া গিয়াছে। আমরা এখনও সেই আদর্শে পহুঁছিতে পারিতেছি না, তথাপি আমাদেরকে ঐ আদর্শের উপাসনা করিতে হইবে এবং ধীরে ধীরে ঐ আদর্শে পহুঁছিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, যদিও উহাতে আমাদেরকে স্থলিতপদে অগ্রসর হইতে হয়। কলাই হউক আর সহস্র বর্ষ পরেই হউক, ঐ আদর্শ অবস্থায় পহুঁছিতেই হইবে। কারণ, উহা শুধু আমাদের লক্ষ্য নহে, উহা উপায়ও বটে। নিঃস্বার্থপরতা, সম্পূর্ণভাবে অহংশূন্যতাই সাক্ষাৎ মুক্তিস্বরূপ; কারণ, অহং তাগ হইলে ভিতরেব মানুষ মরিয়া যায়, একমাত্র ঈশ্বরই অবশিষ্ট থাকেন।

আব এক কথা। দেখিতে পাওয়া যায় মানবজাতির সকল ধর্ম্মাচার্য্যগণই সম্পূর্ণরূপে স্বার্থশূন্য। মনে করেন, নাজারেথবাসী যীশু উপদেশ দিতেছেন; কোন ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল— “আপনি যাহা উপদেশ করিতেছেন, তাহা অতি সুন্দর; আমি বিশ্বাস করি, ইচ্ছাই পূর্ণতাল্লাভের উপায়, আর আমি উহার অনুসরণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি আপনাকে ঈশ্বরের একমাত্র উৎপন্ন পুত্র বলিয়া উপাসনা করিতে পারিব না”—তাহা শুনিয়া সেই নাজারেথবাসী যীশু কি উত্তর দিবেন, মনে করেন? তিনি নিশ্চিত উত্তর দিবেন,—“বেশ ভাই, তুমি আদর্শের অনুসরণ কর এবং নিজের ভাবে উহার দিকে অগ্রসর হও। তুমি ঐ উপদেশের

## ঈশদূত বীণাশ্রী

জন্ম আমাকে প্রশংসা কর না কর, তাহাতে আমার কিছু আসিয়া যায় না। আমি ত দোকানদার নহি—আমি ধর্ম লইয়া ব্যবসা করিতেছি না। আমি কেবল সত্য শিক্ষা দিয়া থাকি, আর সত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। সত্যকে একচেটিয়া করিবার কাহারও অধিকার নাই। সত্য স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ। তুমি নিজ পথে অগ্রসর হইয়া চল।” কিন্তু শিষ্যেরা এক্ষণে কি বলেন?—তঁহারা বলেন—“তোমরা তাঁহার উপদেশের অনুসরণ কর না কর উপদেষ্টাকে যথাযথ সম্মান দিতেছ কি না? যদি উপদেষ্টার—আচার্য্যের সম্মান কর, তবেই তুমি উদ্ধার হইবে; নতুবা তোমার মুক্তি নাই।” এইরূপে এই আচার্য্যবরের সমুদয় উপদেশই বিগুড়াইয়া গিয়াছে। এখন দাঁড়াইয়াছে—কেবল উপদেষ্টা মানুষটাকে লইয়া বিবাদ। তাহারা জানে না যে, এইরূপে উপদেশের অনুসরণ ছাড়িয়া দিয়া, উপদেষ্টার নাম লইয়া টানাটানি করাতে তাহারা যে ব্যক্তিকে সম্মান করিতে চাহিতেছে, একভাবে তাঁহাকেই অপমান করিতেছে—এরূপে তাঁহার উপদেশ ভুলিয়া তাঁহাকে সম্মান করিতে গেলে তিনি নিজেই লজ্জার মহা সঙ্কুচিত হইতেন। জগতের কোন ব্যক্তি তাঁহাকে মনে রাখিল না রাখিল, ইহাতে তাঁহার কি আসিয়া যায়? তাঁহার জগতের নিকট একটি বার্তা—একটি সুসমাচার বহন করিবার ছিল—তিনি তাহা বহন করিয়াই নিশ্চিন্ত। বিশ সহস্র জীবন পাইলেও তিনি তাহা জগতের দরিদ্রতম ব্যক্তির জন্ম প্রদানে প্রস্তুত ছিলেন। যদি লক্ষ লক্ষ ঘণিত সামারিয়াবাসীর জন্ম লক্ষ লক্ষ বার তাঁহাকে যজ্ঞা সহ করিতে হইত, এবং তাহাদের প্রত্যেকের জন্ম তাঁহার নিজ জীবনবলিই যদি তাহাদের মুক্তির

### ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

একমাত্র উপায় হইত, তবে তিনি অনায়াসে তাঁহার জীবন বলি দিতেই প্রস্তুত থাকিতেন। এ সকলই তিনি করিতেন—ইহাতে এক ব্যক্তির নিকটও তাঁহার নিজ নাম জানাইবার ইচ্ছা হইত না। স্বয়ং প্রভু ভগবান্ যেভাবে কার্য্য করেন, তিনিও সেইভাবে দীর্ঘ স্থির নীরব অজ্ঞাতভাবে কার্য্য করিয়া যাইতেন। তাঁহার শিষ্যেরা এক্ষণে কি বলেন?—তাঁহারা বলেন,—তোমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও সর্বদোষবর্জিত হইতে পাব, কিন্তু তোমরা যদি আমাদের আচার্য্যকে—আমাদের মহাপুরুষকে যথোপযুক্ত সম্মান না দাও, তাহা হইলে উহাতে কোন ফল নাই। কেন? এই কসংস্কার—এই ভ্রমের উৎপত্তি কোথা হইতে? এই ভ্রমের একমাত্র কারণ এই যে, যীশুখ্রীষ্টের শিষ্যগণ মনে করেন,—ভগবান্ একবার মাত্রই আবির্ভূত হইতে সমর্থ। ঈশ্বর তোমার নিকট মানবরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র প্রকৃতিতে যাহা একবার ঘটিয়াছে, তাহা নিশ্চিত অতীতকালে বহুবার সংঘটিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও নিশ্চিত ঘটিবে। প্রকৃতিতে এমন কিছু নাই, যাহা নিয়মাবলী নহে; আব নিয়মাবলী নওয়ার অর্থ এই যে, যাহা একবার ঘটিয়াছে তাহা চিরদিনই ঘটিয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিতে থাকিবে।

ভারতেও এই অবতারণা ঘটিয়াছে। ভারতীয় অবতারশ্রেষ্ঠ-গণের অন্ততম, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (যাহার ভগবদগীতারূপ অপূর্ণ উপদেশ-মালা আপনারা অনেকে পাঠ করিয়া থাকিবেন) বলিতেছেন—

অজোহপি সন্ন্যাসায়া ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তুৰাম্যায়নায়রা ॥

## ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

যদা যদা হি ধর্মশ্চ মানির্ভবতি ভারত ।

অভ্যুত্থানমধর্মশ্চ তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুয়ামি যুগে যুগে ॥—গীতা, ৪, ৬—৮

অর্থাৎ, যদিও আমি জন্মগ্রহিত, অক্ষয়স্বভাব এবং ভূতসমূহের ঈশ্বর, তথাপি আমি নিজ প্রকৃতিতে অনিষ্ঠান করিয়া, নিজ মায়ায় জন্মগ্রহণ করি। হে অর্জুন, যখনই যখনই ধর্মের মানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। সাধুগণের পরিভ্রাণের জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।

যখনই জগতের অবনতিদশা সংঘটিত হয়, তখনই ভগবান্ উহাকে সাহায্য করিবার জন্য আসিয়া থাকেন। এইরূপে তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। আর এক স্থানে তিনি এই ভাবের কথা বলিয়াছেন—যখনই দেখিবে, কোন মহাশক্তিসম্পন্ন পবিত্রস্বভাব মহাত্মা মানবজাতির উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, জানিও, তিনি আমাবই তেজঃসম্ভূত, আমি তাঁহার মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছি।\*

অতএব আসুন, আমরা শুধু নাজারেথবাসী যীশুর ভিতর ভগবান্কে দর্শন না করিয়া তাঁহার পূর্বে যে সকল মহাপুরুষ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার পরে যাহারা আসিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও যাহারা আসিবেন, সেই সকলেরই ভিতর ঈশ্বর দর্শন করি।

\* যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদুজ্জ্বলমেব বা

ভক্তদেবাবগচ্ছ স্বং মম ভোজোহংশমভবত্ ॥ গীতা, ১০, ৪১



## ঈশদূত যৌগীষ্ট

আমাদের উপাসনা বেন সীমাবদ্ধ না হয়। সকলেই সেই এক অনন্ত ঈশবেবই বিভিন্ন অভিব্যক্তিমাত্র। তাঁহারা সকলেই পবিত্রাত্মা ও স্বার্থগন্ধহীন। তাঁহারা সকলেই এই দুর্বল মানবজাতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন এবং জীবন দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আমাদের সকলেব জন্য, এমন কি, ভবিষ্যৎশীর্ষগণেব জন্য পর্যন্ত সকলেব পাপ গ্রহণ করিয়া নিজেরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন।

এক হিসাবে, আপনাবা সকলেই অবতার—সকলেই নিজ নিজ স্বক্কে জগতেব ভাব বহন করিতেছেন। আপনাবা কি কখনও এমন নরনারী দেখিয়াছেন, যাহাকে শাস্তভাবে ও সহিষ্ণুতাব সহিত নিজ জীবনভাব বহন করিতে না হয়? বড় বড় অবতারগণ অবশ্য আমাদের তুলনায় অনেক বড় ছিলেন—সুতবাঃ তাঁহারা তাঁহাদের স্বক্কে প্রকাণ্ড জগতের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তুলনায় আমরা অতি ক্ষুদ্র, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরাও সেই একই কর্ম করিতেছি—আমাদের ক্ষুদ্র বৃত্তেব মধ্যে, আমাদের ক্ষুদ্র গৃহে আমরা আমাদের সুখদুঃখবাজি বহন করিয়া চলিয়াছি। এমন মনপ্রকৃতি, এমন অপদার্থ কেহ নাই, যাহাকে নিজ নিজ ভাব কিছু না কিছু বহন করিতে হয়। আমাদের ভুল ভ্রান্তি যতই থাকুক, আমাদের মন চিন্তা ও মন কর্মের পরিমাণ যতই হউক, আমাদের চরিত্রের কোন না কোনখানে এমন এক উজ্জ্বল অংশ আছে, কোন না কোনখানে এমন এক স্ববর্ণসূত্র আছে, যদ্বারা আমরা সর্বদা সেই ভগবানের সহিত সংযুক্ত। কারণ, নিশ্চিত জানিবেন, যে মুহূর্তে ভগবানের সহিত আমাদের এই সংযোগ নষ্ট হইবে সেই মুহূর্তেই আমাদের বিনাশ অবশ্যস্তাবী। আর যেহেতু কাহারও কখনও সম্পূর্ণ বিনাশ

## ঈশদূত বীণব্রীষ্ট

হইতে পারে না, সেইহেতু আমরা যতই হীন ও অবনত হই না কেন, আমাদের অস্তরের অস্তরতম স্থানের কোন না কোন গুপ্ত প্রদেশে এমন একটি ক্ষুদ্র জ্যোতির্ময় বৃত্ত রহিয়াছে, বাহ্যিক সহিত ভগবানের নিত্য যোগ রহিয়াছে।

বিভিন্নদেশীয়, বিভিন্নজাতীয় ও বিভিন্নমতাবলম্বী যে সকল অবতারগণের জীবন ও শিক্ষা আমরা উল্লেখ্যকৃতপথে পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে প্রণাম ; বিভিন্নজাতীয় যে সকল দেবতুল্য নরনারী মানবজাতির কল্যাণের জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম। জীবন্ত ঈশ্বরস্বরূপ যাহারা আমাদের ভবিষ্যৎশীলগণের কল্যাণের জন্ত নিঃস্বার্থভাবে কাণ্ড্য করিতে ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম।



